দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 10 FEB 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

শেষ হচ্ছে না ৩১৫ উপজেলায় মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাজ

আইনি জটিলতা ও অর্থছাড়ে বিলম্ব

আজিবুল হক পার্থ : সময় বাড়ানোর পরও নির্মাণ শেষ হয়নি সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১৫ উপজেলা সদরে অবস্থিত নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরের কাজ। আইনি জটিলতা ও অর্থছাড়ে বিলম্বের কারণে বহুল কাঙ্ক্ষিত ওই প্রকল্পের কাজ থমকে আছে বলে বাস্তবায়নকারী সংস্থার দাবি। ফলে ২য় দফা সময় ও অর্থ বাড়ানোর জন্য ২য় সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়েছে। আজ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় সংশোধনী অনুমোদন দেয়া হতে পারে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর জানায়, যে সকল উপজেলা সদরে কোনো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই সে সকল উপজেলা থেকে একটি করে বিদ্যালয় নির্বাচন করে মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তর করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প নেয়া হয়। ২০০৮ সালে প্রকল্পটি গ্রহণের সময় এধরনের উপজেলা নির্বাচিত ৩০৬টি। এসব উপজেলার নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তরের জন্য ৪৬৫ কোটি ৭৭ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০১৩ সালে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয় একনেকে।

প্রকল্পের আওতায় ৩১৫টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৯টি বিদ্যালয়ে বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ বা নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা, ২৮৬টি নতুন ভবন নির্মাণ ছাড়াও ৩১৫টি বিদ্যালয়ের বিদ্যমান ভবনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ; বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, বইপত্র ও লার্নিং উপকরণ, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ, খেলার সামগ্রী সরবরাহ করার প্রস্তাব করা হয়।

একনেকে অনুমোদনের পর কাজ শুরু করে অধিদফতর। কিন্তু পরবর্তীতে পলিসি সংক্রান্ত কিছু জটিলতায় ও জমি সংক্রান্ত আইনি জটিলতায় নির্মাণ কাজ আটকে যায়। ফলে নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন নিয়ে শঙ্কা দেখা যায়। পরবর্তীতে ২০১২ সালের ডিসেম্বরে একনেকে প্রথম সংশোধনীর অনুমোদন দেয়া হয়। প্রথম সংশোধনীতে নতুন চারটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ বাদ দেয়া হয়। এ সময় একটি গাড়ি ক্রয়ের জন্য নতুন অঙ্গের অন্তর্ভুক্তি করা হয়। প্রথম সংশোধনীতে এক বছর সময় বাড়ানো হলেও কোনো ব্যয় বাড়ানো হয়নি। এদিকে, সংশোধিত সময়েও কাজ শেষ হয়নি।

উপরন্তু অতিরিক্ত এ সময়ে আরো ৫টি উপজেলা যুক্ত হয়েছে। ২য় সংশোধনীতে মোট ৯২ কোটি ২৩ লাখ টাকা ব্যয় বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। একই সাথে সময় দেড় বছর বাড়ানো হচ্ছে। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এ প্রকল্প শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে বরাদ্দ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৩১৮ কোটি ৬১ লাখ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৬৮ দশমিক ৪০ শতাংশ। বাস্তব অগ্রগতি আরো কম। এতে বাড়ছে ব্যয়। বর্তমান ব্যয় ৪৬৫ কোটি ৭৭ লাখ টাকা থেকে ৯২ কোটি ২৩ লাখ টাকা বাড়িয়ে মোট ব্যয় ৫৫৮ কোটি টাকা করার হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক মশিউর রহমান ইনকিলাবকে জানান, অবকাঠামোগত অনেক উন্নতি হয়েছে। তবে আইনি জটিলতার কারণে ৮টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ আটকে আছে। তাছাড়া ১৫৩টি বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। বাকিগুলো এবারের বর্ধিত সময়ের মধ্যে শেষ হবে। তবে নির্ধারিত সময়ে দেরি হওয়ার কারণ হিসাবে তিনি পর্যাপ্ত অর্থছাড় না হওয়াকেও দায়ী করেন।

তবে সংশোধনী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নির্মাণ সময় বাড়ানো লাগবে আর ব্যয়ের জন্য নতুন কিছু ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমসহ ডিজিটাল পাঠদানের সুযোগ নির্মাণ ফলে অর্থ কিছুটা বাড়তি খরচ হবে।

পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ সূত্রে জানা যায়, প্রস্তাবিত সংশোধনীতে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৫৮ কোটি টাকা। বাস্তবায়নের সময় দেড় বছর বাড়িয়ে জুন ২০১৬ সাল করা হয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের মতামত দিতে গিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগের সদস্য হুমায়ুন খালিদ জানান, প্রস্তাবিত সংশোধিত প্রকল্পে ৬টি উপজেলাকে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর একটি উপজেলাকে বাদ দেয়া হয়েছে। তাই প্রস্তাবিত সংশোধিত প্রকল্পের ব্যয় প্রথম সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের চেয়ে ১৯ দশমিক ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।